ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৫১
আগরতলা,২ সেপ্টেম্বর,২০১৯

ত্রিপুরার উন্নয়ন এখন একটা গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে শিল্প কারখানা তৈরির লক্ষ্যে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালুর তিনদিনের মধ্যেই এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই ১০টি প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে। আজ দুপুরে রাজ্য বিধানসভায় নিজের অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যে স্বরোজগারীরা যাতে বিভিন্ন শিল্প ইউনিট গড়ে তুলতে পারেন সেজন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যে শিল্প গড়ার জন্য আগে যে ১৯টি দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হতো তা এখন থেকে একই জায়গায় করার লক্ষ্যে 'স্বাগত' নামক ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এবং পরামর্শদান কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। এর সুযোগ নিয়ে আগরবাতি তৈরির মতো বিভিন্ন শিল্প ইউনিট স্থাপনে এগিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চান তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাঙ্গালোর বা দেশের অন্যত্র ধূপকাঠি তৈরির উপকরণ না পাঠিয়ে ত্রিপুরাতেই ধূপকাঠির কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। এর উপযুক্ত পরিবেশ এখন রাজ্যে রয়েছে। সরকার প্রয়োজনে স্বউদ্যোগীদের ঋণ দেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক ভূমিকা নেওয়ায় শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে। ধূপকাঠির মত শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছিলো। তিনি বলেন, এ রাজ্যের অনেকেই ধূপকাঠি তৈরির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু চিন, ভিয়েতনামের মতো দেশ থেকে কম মূল্যে ধূপকাঠি এ রাজ্যে ঢোকায় এখানকার ধূপকাঠি তৈরির সঙ্গে যুক্তরা মার খাচ্ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার অন্য দেশ থেকে আসা ধূপকাঠির উপর ভারী মাত্রায় অন্তঃশুল্ক চাপিয়ে দেওয়ায় রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ফের উৎসাহিত হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়ন এখন একটা গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ত্রিপুরার উৎপাদিত চা কেনার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আগ্রহ দেখিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে ত্রিপুরার উৎপাদিত চা কেনার জন্য তিনি টেলিফোনে অনুরোধ জানিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে উদ্যোগী হবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যের চায়ের কদর এখন অনেক বেড়েছে। পাইকারী বাজারে রাজ্যের চা এক সময় যেখানে ১৪৭ টাকা কেজি দরে বিক্রি হত সম্প্রতি তা বিক্রি হয়েছে ১৭৭ টাকা কেজি দরে।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, টাউনশিপ প্রকল্পে যে তিনটি জায়গায় আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে সেগুলির জন্য ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। আগামী দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে রাজ্যে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একের পর এক ইতিবাচক মনোভাব নেওয়ায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

*****